“আমার রমাদান কেমন হবে”-
৩য় পর্ব
শাবান মাসের গুরুত্ব ও করনীয়

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Sisters' Forum In Islam

শা'বান মাস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপ্রণ মাস যা হাদীস থেকেই জানতে পারি। রমাদান পূর্ববর্তি মাস হিসেবে অনেকেই আমরা গাফিল থাকেন। রাসূল সা আমাদের জানিয়েছেন সেই বিষয়টি।

আমাদের সমাজে অনেকে কোরআনের একটি আয়াতকে শবে-বরাত এর পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেন।
আর সেই আয়াতটি হলো:
এটি ছিল সেই রাত যাতে প্রত্যেকটি ব্যাপারের বিজ্ঞতাসূচক ফয়সালা আমাদের নির্দেশে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সূরা আদ দুখান: ৪-৫
এখানে সেই রাত যে রাতে আল্লাহ তা'লা সকলের ভাগ্যের ফয়সালা ফেরেশতাদের কাছে দিয়ে দেন। অনেকে এটা শাবানের ১৫ তারিখের রাতের কথা বলে থাকেন। কিন্তু আমরা যদি একটু সচেতনভাবে কোরআন পাঠ করি তা হলে দেখতে পাব এই সূরার ১-৩ নং আয়াতে কি বলা হয়েছে:
হা-মীম। এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ, আমি এটি এক বরকত ও কল্যাণময় রাতে নাযিল করেছি। কারণ, আমি মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম।
এখন আমরা একসাথে যদি পড়ি:

হা-মীম। এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ, আমি এটি এক বরকত ও কল্যাণময় রাতে নাযিল করেছি। কারণ, আমি মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। এটি ছিল সেই রাত যাতে প্রত্যেকটি ব্যাপারের বিজ্ঞতাসূচক ফয়সালা আমাদের নির্দেশে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সূরা আদ দুখান: ১-৫

লক্ষ্য করুন এখানে বরকতপূর্ণ রাত হলো সেটা যে রাতে কোরআন নাযিল হয়েছিল। আমরা সুরা ক্বদর থেকে জানি:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)
নিশ্চয়ই আমরা এটি (কোরআন) কদরের রাতে নাযিল করেছি। তুমি কি জান ক্বদরের রাত কি? ক্বদরের রাত্রি হাজার মাস হতে উত্তম। ফেরেশতা ও রূহ এই রাত্রিতে তাদের আল্লাহর অনুমতিক্রমে সব হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়। সেই রাত্রি পুরোপরি শান্তি ও নিরাপত্তার – ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। সূরা আল ক্বদর: ১-৫

সুতরাং আপনারা নিজেরা কোরআন খুলে উক্ত সূরার আয়াত ও তার তাফসীর পরে দেখুন কোরআনের কোথাও শা'বানের রাতের কথা আসে নাই। রামাদান মাস ও ক্বদরের রাত সম্পর্কে খুব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বরকতপূর্ণ রাত বলতে ক্বদরের রাতকেই বুঝায়।

আয়েশা রা. বলেন:

فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُه أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি। আর আমি তাঁকে (রমযান ছাড়া) শাবান মাস অপেক্ষা অধিক রোযা রাখতে আর কোনো মাসে দেখিনি। সহীহ বুখারী ১৯৬৯

আয়েশা রা. থেকেই বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে—
كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَه شَعْبَانَ.
রোযা রাখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সর্বাধিক প্রিয় মাস ছিল শাবান মাস। মুসনাদে আহমাদ: ২৫৫৪৮; সুনানে আবু দাউদ: ২৪৩১

কেন তিনি শাবান মাসে এত বেশি রোযা রাখতেন?

এর উত্তর পাওয়া যাবে উসামা বিন যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে। ওই হাদীস থেকে শাবান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। উসামা বিন যায়েদ রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রমযান ছাড়া) শাবান মাসে যত রোযা রাখতেন অন্য কোনো মাসেই এত রোযা রাখতেন না।
উসামা বিন যায়েদ রা. বলেন, আমি (একবার) বললাম—.وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ
আমি আপনাকে কোনো মাসেই এত রোযা রাখতে দেখিনি, শাবান মাসে আপনি যত রোযা রাখেন?
এ প্রশ্নের উত্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—
ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.
শাবান হল রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী মাস। এ মাস সম্পর্কে (অর্থাৎ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে) মানুষ গাফেল থাকে। শাবান হল এমন মাস, যে মাসে রব্বুল আলামীনের কাছে (বান্দার) আমল পেশ করা হয়। আমি চাই, রোযাদার অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ হোক। —মুসনাদে আহমাদ ২১৭৫৩; সুনানে নাসায়ী ২৩৫৭; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস ৯৮৫৮

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “যখন শাবান মাসের অর্ধেক গত হবে তখন তোমরা আর রোযা রাখবে না।”[সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৭), সুনানে তিরমিযি (৭৩৮), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৫১) এবং আলবানী ‘সহিহুত তিরমিযি’ গ্রন্থে (৫৯০) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা রমযানের একদিন বা দুইদিন আগে রোযা রাখবে না। তবে কারো যদি রোযা থাকার অভ্যাস থেকে থাকে সে ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে।”।[সহিহ বুখারী (১৯১৪) ও সহিহ মুসলিম (১০৮২)]

শাইখ বিন বায (রহঃ) শাবান মাসের অর্ধাংশ গত হওয়ার পর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: এটি সহিহ হাদিস; যেমনটি প্রিয় ভাই আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলাবানী বলেছেন। আর হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে- মাসের অর্ধেক শেষ হওয়ার পর নতুন করে রোযা রাখা শুরু করা। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অধিকাংশ মাস রোযা রেখেছে কিংবা গোটা মাস রোযা রেখেছে সে ব্যক্তি সুন্নতেরই অনুসরণ করেছে।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ (১৫/৩৮৫) থেকে সমাপ্ত]

অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা হারাম হিসেবে কিংবা মাকরুহ হিসেবে নিষিদ্ধ। তবে যে ব্যক্তির রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস আছে কিংবা যে ব্যক্তি অর্ধ শাবানের আগে থেকে রোযা রেখে আসছে তার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মধ্য শাবানের রাত্রি (লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের) ফযীলত

কোনো বিশেষ সময়ের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফিরাতের ঘোষণা আসলে করণীয় হল, সেই সময়ে সকল গুনাহ থেকে বিরত থেকে নেক আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া, যেন আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের উপযুক্ত হওয়া যায়।

শাবান মাসের একটি ফযীলত হল, অর্ধ-শাবানের রাত। অর্থাৎ চৌদ্দ শাবান দিবাগত রাত। এ রাতের বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:.يَطَّلِعُ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেন; অতঃপর তিনি তার সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন, কেবল শিরককারী ও বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত (এই দুই শ্রেণিকে ক্ষমা করেন না)। —সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৬৬৫; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ৩/৩৮২, ৩৮৩৩

১। মুবারক রজনী রামাদান মাসে, শাবান মাসে নয়। ২। ভাগ্য রজনী এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলো অত্যন্ত দুর্বল অথবা বানোয়াট। ৩। এ রাতে দোয়া করা, আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আকুতি জানানো এবং জীবিত ও মৃতদের পাপরাশি ক্ষমালাভের জন্য প্রার্থনার উৎসাহ প্রদান এ অর্থে কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস নেই। বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে কিছু হাদীস দুর্বল এবং কিছু হাদীস জাল। ৪।নির্ধারিত রাক'আত, সূরা ও পদ্ধতিতে সালাত -এ জাতীয় জাল ও বানোয়াট হাদীস ৫। ৩০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ৩০ বার সূরা ইখলাস বাতিল বা ভিত্তিহীন হাদীস সমূহে	১। এ রাত্রিটি একটি বরকতময় রাত এবং এ রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন। কিন্তু এ ক্ষমা অর্জনের জন্য শিরক ও বিদ্বেষ বর্জন ব্যতীত অন্য কোনো আমল করার প্রয়োজন আছে কি না তা এই হাদীসে উল্লেখ নেই। ২। অন্য রাত্রির মতোই তাহাজ্জুদ ও রবের কাছে দু'আ করা যায়। ৩। শা'বান মাস হিসেব ও আইয়্যামে বিদ হিসেবে সাওম রাখা যায়। আইয়ামে বিদ হলো চাঁদের ১৩,১৪,১৫

আলহামদু লিল্লাহ।.

অর্ধ শাবানের রাতের ফযিলতের ব্যাপারে কোন সহিহ মারফু হাদিস সাব্যস্ত হয়নি; যে হাদিসের উপর ফযিলতের ক্ষেত্রে আমল করা যেতে পারে। বরং তাবেয়ীদের থেকে কিছু আছার (উক্তি) সাব্যস্ত হয়েছে। এবং কিছু হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে; যে হাদিসগুলো মাওযু (বানোয়াট) কিংবা খুবই দুর্বল। ঐ রেওয়ায়েতগুলো অনেক দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে দেশগুলোতে অজ্ঞতার সয়লাব বেশি। সে রেওয়ায়েতগুলোতে রয়েছে যে, এ রাত্রিতে মানুষের মৃত্যুর সময়ক্ষণ ও আয়ুষ্কাল লিপিবদ্ধ করা হয়...।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ রাতটি ইবাদতে কাটানো, এ দিনে রোযা রাখা কিংবা এ রাতে বিশেষ ইবাদত পালন করা শরিয়তসম্মত নয়। না জেনে অনেক মানুষ করে বিধায় সেটা ধর্তব্য হবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। শাইখ বিন জিবরীন।

যদি কেউ বছরের অন্য রাতের মত এ রাতেও কিয়ামুল লাইল আদায় করতে চায়, অতিরিক্ত কোন আমল বা শ্রম ব্যতিরেকে, কিংবা বিশেষ কোন ইবাদত খাস না করে তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে কেউ যদি ১৫ই শাবান রোযা রাখতে চায় এই হিসেবে যে, এটা বীযের দিন এবং ১৪ ও ১৩ তারিখেও রোযা রাখে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিংবা এই হিসেবে রোযা রাখে যে, ১৫ তারিখ সোমবারে পড়েছে বা বৃহস্পতিবারে পড়েছে তাতেও কোন অসুবিধা নেই; যদি এমন কোন ফযিলতের বিশ্বাস না করে যে ফযিলত সাব্যস্ত নয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

সূত্র: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমাদ ‘যাওয়ায়িদুল মুসনাদ’ (২৩৪৬) এ, তাবারানি তাঁর ‘আল-আওসাত’ (৩৯৩৯) এ, বায়হাকি তাঁর ‘শুয়াবুল ঈমান’ (৩৫৩৪) এ, আবু নুআইম তাঁর ‘আল-হিলয়া’ গ্রন্থে যায়েদা বিন আবু রিকাদ এর সূত্রে তিনি বলেন: যিয়াদ আল-নুমাইরি, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: যখন রজব মাস প্রবেশ করত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: “আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ও শাবান ওয়া বাল্লিগ না রমজান”(অর্থ-হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাস আমাদের জন্য বরকতময় করুন এবং আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন)। এ হাদিসটির সনদ বা সূত্র দুর্বল। সনদের বর্ণনাকারী যিয়াদ আল-নুমাইরি যয়ীফ (দুর্বল)। ইবনে মাঈন তাকে যয়ীফ আখ্যায়িত করেছেন। আবু হাতিম বলেছেন: তাকে দিয়ে দলিল পেশ করা যাবে না। ইবনে হিব্বান তাকে দুর্বলদের বই এ উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে দিয়ে দলিল পেশ করা যাবে না।[মিযানুল ইতিদাল (২/৯১)]

কোন মুসলমানের রমজান মাস পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু’আ করতে কোন অসুবিধা নেই। হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: “মুয়াল্লা বিন ফজল বলেন তাঁরা ছয়মাস দু’আ করতেন রমজান মাস পাওয়ার জন্য এবং ছয়মাস দু’আ করতেন তাদের আমলগুলো কবুল হওয়ার জন্য।” ইয়াইয়া বিন কাছির বলেন: তাদের দু’আর মধ্যে ছিল ‘হে আল্লাহ! আমাকে রমজান পর্যন্ত নিরাপদ রাখুন। রমজানকে আমার জন্য নিরাপদ করুন এবং রমজানের আমলগুলো কবুল করে আমার কাছ থেকে রমজানকে বিদায় করবেন।”[লাতায়িফুল মাআরিফ (পৃষ্ঠ- ১৪৮) থেকে সমাপ্ত।

শাইখ আব্দুল করিম আল-খুদাইরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

“আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ও শাবান ওয়া বাল্লিগ-না রমজান”হাদিসটির শুদ্ধতা কি?

তিনি জবাবে বলেন: এ হাদিসটি সাব্যস্ত নয়। কিন্তু কোন মুসলিম যদি রমজান পাওয়ার জন্য, রোজা পালন ও কিয়াম সাধনার তাওফিকের জন্য এবং লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য দু’আ করে অর্থাৎ সাধারণ দু’আ করে- ইনশাআল্লাহ এতে কোন অসুবিধা নেই।[শাইখের ওয়েব সাইট থেকে সংকলিত।

আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেওয়ার কারণ :

আকাশের দরজা একটি গায়েবী বিষয়। মুমিন বান্দা বিনা বাক্যব্যয়ে এর উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে। আকাশের উন্মুক্ত দরজা দিয়ে ধরার বুকে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। বিভিন্ন কারণে আল্লাহ আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেন। যেমন-

ক. ফেরেশতাদের অবতরণের জন্য :

‘একদিন জিবরীল (আঃ) নবী কারীম (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলেন। এ সময় জিবরীল (আঃ) উপরের দিক হ’তে দরজা খোলার শব্দ শুনলেন। তিনি উপরের দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, আসমানের এ দরজাটি আজ খোলা হ’ল। এর আগে আর কখনো তা খোলা হয়নি। রসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা নামলেন। তখন জিবরীল (আঃ) বললেন, যে ফেরেশতা যমীনে নামলেন, আজকে ছাড়া কখনো তিনি যমীনে নামেননি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তিনি সালাম করলেন। তারপর আমাকে বললেন, আপনি দু’টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এটা আপনার আগে আর কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। তা হ’ল সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারাহর শেষাংশ। আপনি এই দু’টির যে কোন বাক্যই পাঠ করুন না কেন নিশ্চয়ই আপনাকে তা দেয়া হবে। মুসলিম হা/৮০৬; নাসাঈ হা/৯১২; মিশকাত হা/২১২৪।

খ. বৃষ্টি বর্ষণের জন্য :

বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আল্লাহ আকাশের দরজাগুলো খুলে দেন। যখন নূহ (আঃ) আল্লাহর কাছে তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দো‘আ করেছিলেন, তখন আল্লাহ আসমানের দরজা খুলে দিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করে নূহ (আঃ)-এর কওমকে মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ‘তখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলল যে, আমি অক্ষম। অতএব তুমি (ওদের থেকে) প্রতিশোধ নাও। অতঃপর আমরা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দিলাম মুষলধারে বৃষ্টিসহ’ (ক্বামার ৫৪/১০-১১)।

গ. মুমিন বান্দার নেক আমল গ্রহণ করার জন্য :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুপুরে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে নিয়মিত চার রাক‘আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ- ‘এটা এমন একটা সময় যখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, আর এই সময়ে আমার একটি নেক আমল উত্থিত হোক তা আমি ভালবাসি’।তিরমিযী হা/৪৭৮; ইবনু মাজাহ হা/১১৫৭; মিশকাত হা/১১৬৯।

যে সময়গুলোতে আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় :

যে সময়ে আকাশের দরজা খোলা হয়, সে সময় আল্লাহ বান্দাদের ক্ষমা করেন ও দো‘আ কবুল করেন। তাই এ সময়ে বেশী বেশী তওবা ও ইস্তেগফার করা দরকার। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দিন-আমীন!

১। আযানের সময় :

আবু উমামা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন,‘ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ যখন আযান দেওয়া হয়, তখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং দো‘আ কবুল করা হয়’।আহমাদ হা/১৪৭৩০; ছহীহাহ হা/১৪১৩;

২. ইক্বামতের প্রাক্কালে ছালাতে সারিবদ্ধ হওয়ার সময় :

ইক্বামতকে হাদীছে দ্বিতীয় আযান বলা হয়েছে। যখন ছালাতের জন্য ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন আল্লাহ আকাশের দরজা খুলে দেন।

জাবের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

‘যখন মানুষ ছালাতের জন্য কাতারবদ্ধ হয় এবং জিহাদের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাড়াঁয়, তখন আকাশের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর আনতনয়না হূরদেরকে সাজিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা আত্মপ্রকাশ করে। যখন ব্যক্তিটি (ছালাতে বা জিহাদে) উকি মারে, তখন হূরেরা তার জন্য দো‘আ করে বলে, হে আল্লাহ! তাকে সাহায্য কর। আর যখন সে পশ্চাদপসরণ করে, তখন তারা আত্মগোপন করে এবং বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর’।ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৭৭।

৩. মধ্যরাত্রির পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত :

মধ্যরাত্রিতে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন। কোন আহবানকারী আছে কি? তার সেই আহবানে সাড়া দেওয়া হবে। কোন যাচ্ঞাকারী আছে কি? তাকে প্রদান করা হবে। আছে কি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি? তার বিপদ দূর করে দেওয়া হবে। এই সময় কোন মুসলিম বান্দা যে দো‘আ করে, আল্লাহ তার সে দো‘আ কবুল করেন। তবে সেই যেনাকারিণীর দো‘আ কবুল করা হয় না, যে তার লজ্জাস্থানকে ব্যভিচারে নিয়োজিত রাখে এবং যে ব্যক্তি অপরের মাল আত্মসাৎ করে’।ছহীহাহ হা/১০৭৩; ছহীহুল জামে‘ হা/২৯৭১;

‘যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তিনি (আল্লাহ) দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। তারপর তিনি স্বীয় হাত প্রসারিত করে বলতে থাকেন, আছে কি কোন প্রার্থনাকারী? তার দাবী অনুযায়ী তাকে তা প্রদান করা হবে। আর ফজরের আভা স্পষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটা চলতে থাকে’। আহমাদ হা/৩৬৭৩;

৪. সোমবার ও বৃহস্পতিবার :

‘সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। এরপর প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যার ভাই ও তার মাঝে শত্রুতা রয়েছে। তখন বলা হয়- এই দুই জনকে রেখে দাও বা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষে মীমাংসা করে নেয়’। আহমাদ হা/১০০০৭, সনদ ছহীহ।

৫. রামাযান মাসে :

‘যখন রামাযান মাস আগমন করে, তখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, রহমতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়’।মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬।

৬. মৃত্যুর পর মুমিন বান্দার আত্মা উপরে উঠানোর সময় :

খন্দকের যুদ্ধে সা‘দ বিন মু‘আয (রাঃ) শাহাদত বরণের পর তাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন,

هَذَا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ- ‘

এই সেই ব্যক্তি, যার মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠেছিল এবং আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছিল। আর তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন সত্তর হাযার ফেরেশতা। অথচ তার কবর সংকীর্ণ হয়েছিল। অতঃপর (রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আর বদৌলতে) পরে তা প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। নাসাঈ হা/২০৫৫; মিশকাত হা/১৩৬; ছহীহাহ হা/৩৩৪৫।

যে সকল কথা ও কাজের জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না

সকল উত্তম কথা ও কাজ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় অর্থাৎ কবুল করা হয়। কিন্তু এমন কতিপয় কথা ও কাজ আছে, যার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না; বরং বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাসূল (ছাঃ) এমন কাজ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন। এ জাতীয় কিছু কথা ও কর্ম নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।–

১। মুছল্লীদের অপসন্দনীয় ইমামের এবং স্বামীর আহবান প্রত্যাখ্যানকারিণী স্ত্রীর ছালাত :

আতা ইবনে দীনার আল-হুযায়লী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلاَةٌ وَلاَ تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَلاَ تُجَاوِزُ رُءُوْسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ.

'তিন শ্রেণীর লোকের ছালাত কবুল করা হয় না, আকাশে উত্তোলন করা হয় না এবং (তাদের ছালাত) তাদের মাথাও অতিক্রম করতে পারে না। (১) যে ব্যক্তি কোন কওমের লোকদের ইমামতি করল, যারা তাকে অপসন্দ করে। (২) যে ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া কোন জানাযার ছালাতের ইমামতি করে এবং (৩) ঐ মহিলার ছালাত, রাতের বেলা যাকে তার স্বামী আহবান করে, কিন্তু সে স্বামীর আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে'। মিশকাত হা/১১২৮; সনদ ছহীহ।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,' إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ -

যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করে, আর স্ত্রী এমতাবস্থায় অস্বীকার করে, স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তাহ'লে ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর প্রতি সকাল পর্যন্ত অভিসম্পাত করতে থাকেন'। বুখারী হা/৩২৩৭; মুসলিম হা/১৭৩২; আবূদাঊদ হা/২১৪১; মিশকাত হা/৩২৪৬;

২. গরীব-মিসকীনকে সাহায্য না করার জন্য যে নেতা ঘরের দরজা বন্ধ রাখে :

আমর ইবনে মুররাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُوْنَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ- ' যখন কোন নেতা অভাবী, গরীব-মিসকীদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে রাখে, আল্লাহ সেই নেতাদের দারিদ্র্য, অভাব ও প্রয়োজনের সময় আকাশের দরজা বন্ধ করে রাখেন'।আহমাদ হা/১৮০৩৩; তিরমিযী হা/১৩৩২; ছহীহুত তারগীব হা/২২০৮; সনদ ছহীহ।

রূঢ় আচরণকারী নেতার জন্য আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বদদো'আ করেছেন। তিনি বলেছেন,

اللهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ. '

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ে নেতৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করে, তুমিও তার উপর কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ে নেতৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করে, তুমিও তার উপর কোমলতা প্রদর্শন কর'।

আহমাদ হা/২৪৬২২; মুসলিম হা/১৮২৮; ইবনু হিব্বান হা/৫৫৩।

৩. রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠহীন দো‘আ :

ওমর ফারূক (রাঃ) বলেছেন,‘ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
নিশ্চয়ই দো‘আ আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্তথাকে, কোন কিছুই উপরে উঠানো হয় না, যতক্ষণ না নবী (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করা হয়’।তিরমিযী, হা/৪৮৬

৪। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল :

সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যার ভাই ও তার মাঝে শত্রুতা রয়েছে। তখন বলা হয়, এই দু’জনকে রেখে দাও বা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষে মীমাংসা করে নেয়’। আহমাদ ১৯/২৩৮; মুসলিম হা/২৫৬৫; আবূদাউদ হা/৪৯১৬; তিরমিযী হা/২০২৩।

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘ إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ
প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবার রাতের প্রথম ভাগে আদম সন্তানের আমলগুলো (আল্লাহর কাছে) পেশ করা হয়, কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর কোন আমল কবুল করা হয় না’। আহমাদ হা/১০২৭২; বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৭৫৯৫;

৫। অনর্থক লা‘নত বা অভিশাপ দেওয়া :

যখন কোন বান্দা কোন বস্তুকে অভিশাপ দেয়, তখন ঐ অভিশাপ আকাশের দিকে আরোহন করতে থাকে। তখন আকাশের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর সেই অভিশাপ যমীনের দিকে নামতে থাকে, কিন্তু যমীনের দরজাও তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবার সে ডানে-বামে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর যখন কোন দিকে যাওয়ার পথ না পায়, তখন যার উপর অভিশাপ করা হয়েছে, সে বস্ত যদি ঐ অভিশাপের যোগ্য হয়, তাহ’লে তার উপর পতিত হয়, নতুবা অভিশাপকারীর দিকেই তা প্রত্যাবর্তিত হয়’। তিরমিযী হা/৪৯০৫; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৯২; ছহীহুল জামে‘ হা/১৬৭২; সনদ হাসান।

অযথা লা‘নতকারীরা দুনিয়াতে নিজেরাই নিজেদের লা‘নতে পতিত হবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তারা দু’টি সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে।-

ক. লা‘নতকারীরা ক্বিয়ামতের দিন নবীদের রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে পারবে না :

খ। কারো পক্ষে সুফারিশ করতে পারবে না :

আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,‘ لَا يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ক্বিয়ামতের দিন (অনর্থক) অভিসম্পাতকারীরা সুফারিশকারী হ’তে পরবে না এবং সাক্ষ্যদাতাও হ’তে পরবে না’। মুসলিম হা/২৫৯৮; আবূদাঊদ হা/৪৯০৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৮৬।

আকাশের দরজা একটি গায়েবী বিষয়। মুমিন বান্দারা চর্ম চোখে তা দেখতে না পেলেও তার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন। সেই দরজাসমূহ খুলে দেওয়ার সময়গুলো মুমিনের হৃদয়ে প্রেরণা যোগায়। কারণ এই মুহূর্তগুলোতে আল্লাহ বান্দার প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তার দো‘আ কবুল করেন এবং তার আমলের নেকীগুলো সাত আসমানের সীমানা পেরিয়ে আল্লাহর কাছে চলে যায়। তাই মুমিন অলসতা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহর ইবাদতে রত হয়। আল্লাহ আমাদের হৃদয়সমূহকে তাক্বওয়া ও ইখলাছ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন

Sisters' Forum In Islam

আপনার নামায সুন্দর থেকে সুন্দরতর করুন

রমযানের পূর্বেই আমরা যেসব প্রস্তুতি নেব, তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রস্তুতি হলো-এখন থেকেই নামাযকে সুন্দর ও উন্নত করা.

নামাযের বিষয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঐতিহাসিক উক্তি

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গভর্নরদের কাছে যে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন তার বর্ণনা মুয়াত্তা মালেকে এসেছে-

إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلاَةُ، مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ. -1/6 ط. دار إحياء التراث العربي

“নিশ্চয় আমার নিকট তোমাদের যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, নামায। যে নামাযের হেফাযত করবে এবং ধারাবাহিকভাবে সাথে সংরক্ষণ করতে থাকবে, সে তো তার দ্বীনের হেফাযত করলো। আর যে নামায নষ্ট করলো, সে অন্য সকল বিষয় আরও বেশি নষ্ট করবে।” [মুয়াত্তা মালেক: ১/৬]

আমরাও যদি এই নীতির উপর চলতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনেও বরকত আসবে। অন্য সকল কাজ আরও সুন্দরভাবে আঞ্জাম পাবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. –البقرة: 238

“তোমরা সকল নামায এবং (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি যত্নবান থাক এবং তোমরা আল্লাহর সামনে স্থিরভাবে দাঁড়াও।” –সূরা বাকারা ০২: ২৩৮

বান্দা যখন নামাযকে যথাযথভাবে হেফাযত করবে, তখন নামাযও বান্দাকে হেফাযত করতে থাকবে। এ কারণেই অপর এক আয়াতে এসেছে,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. –العنكبوت: 45

“নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করে।” -সূরা আনকাবুত ২৯: ৪৫

নামাযের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো দৃঢ়তার সাথে অনুশীলন করতে পারি

- অযুতে মিসওয়াক যেন না ছুটে

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুমিনদের জন্যে এবং যুহায়র এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আমার উম্মতের জন্যে যদি কষ্টসাধ্য না হতো, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। সহিহ মুসলিম(ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৮০, ইসলামিক সেন্টারঃ ৪৯৬) হাদিস একাডেমি নাম্বারঃ ৪৭৭ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৫২

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম মিসওয়াকের আমলটি করতেন। এমনকি মৃত্যুর সময়ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ বাহ্যিক আমল ছিল উত্তমরূপে মিসওয়াক। উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আর কী হতে পারে? [দেখুন: সহীহ বুখারী: ৪৪৫১; সহীহ মুসলিম: ২৫৩; আল-মুজামুল আওসাত: ৬৫২৫]

- **অযুতে পানি অপচয় না হয়**

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন তিনি অযু করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সাদ! এটা কি ধরনের অপচয়?" তখন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "অযুতেও অপচয় হয়?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, যদিও তুমি প্রবাহিত নদীতে অযু কর।" -সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৫

এখানে অযুতে পানি অপচয়কে 'সারাফ' বলা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. –الأنعام: 141

"আর তোমরা অপচয় করো না, নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।" -সূরা আনআম ০৬: ১৪১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দেয়া ছোট ছোট নেয়ামতকেও আমাদের নিকট বড় করে দেখাতেন। [দেখুন, শামায়েলে তিরমিযী: ২২৬] এখানে দ্বীনের মানসিকতাটা শিখার বিষয়।

যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করার পর এই কথা বলবে,

أشهد أن لا إله ◌َ الا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه .)

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين)

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে, সে যেটা দিয়ে চাইবে প্রবেশ করবে। -জামে তিরমিযী: ৫৫

(দোয়ার অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে আত্মিক পবিত্রতা দান করুন এবং আমাকে বাহ্যিক পবিত্রতাও দান করুন।

মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করুন

মুসতাদরাকে হাকেমে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ». –المستدرك: 898

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য মসজিদ ছাড়া কোনো নামাযই নেই।" -মুসতাদরাকে হাকেম: ৮৯৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একাকী নামাযের চেয়ে জামাতে আদায়কৃত নামায ২৭গুণ বেশি মর্যাদা রাখে। [সহীহ বুখারী: ৬৪৫]

যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন জামাতের সাথে তাকবীরে উলা সহকারে নামায আদায় করবে, তার জন্য দুটি মুক্তির পরোয়ানা লেখা হবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং নিফাক থেকে মুক্তি।" -জামে তিরমিযী: ২৪১

যারা ওজরের কারণে মসজিদে যেতে পারেন না

যারা নিরাপত্তার কারণে কিংবা গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো ওজরের কারণে মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করতে পারেন না তাদের বিষয়ে বলব;

আল্লাহ তাআলার একটি উসূল আছে। বান্দা যখন সক্ষম হালাতে কোনো আমল জারি রাখে, কখনো সে অক্ষম হয়ে গেলেও তাকে সেই আমলের সাওয়াব তিনি দিতে থাকেন। সহীহ বুখারীতে এসেছে-

«2996 :صحيح البخاري- «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

)রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন বান্দা অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা সফরে থাকে; তখন সুস্থ অবস্থায় কিংবা মুকীম অবস্থায় যে আমল করতো, সমপরিমাণ সাওয়াব তার জন্য লিখে দেয়া হয়।") [দেখুন, সহীহ বুখারী: ২৯৯৬]

নামাযের আগে ও পরে ফারেগ থাকুন

নামাযের আগেই ব্যস্ততা থেকে ফারেগ হয়ে যাওয়া। নামাযের পরপরও ব্যস্ততা না রাখা। তাহলে নামায সুন্দর হবে, মানসম্পন্ন হবে।

নামাযে দিলকে আল্লাহর জন্য ফারেগ রাখুন। এমন কোনো কাজ করে এসে তৎক্ষণাৎ নামাযে দাঁড়াবেন না, যেটা নামাযেও আমাদেরকে সেদিকে টানতে থাকে। অথবা এমন কোনো ব্যস্ততা সামনে নিয়ে নামাযে দাঁড়াব না, যা আমাদের নামাযকে প্রভাবিত করতে থাকে।

নামাযে অহেতুক নড়াচড়া পরিহার করার হিম্মত করব।

আমরা যখন মনকে স্থির করে নিব যে, 'আমরা আল্লাহর সামনে অনেক বেশি স্থিরতা প্রদর্শন করতে চাই' তখন মশা-মাছি কোনো কিছুই আমাদের মনোযোগ অন্যত্র সরাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। বরং এভাবে মনোযোগ বজায় রাখাকে আমরা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করব, আল্লাহর সামনে দৃঢ় থাকার চ্যালেঞ্জ। এর দ্বারা 'নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার' বড় ফায়দা যেমন অর্জিত হবে, পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসও বাড়বে।

নামাযের জন্য অপেক্ষাকালীন সময়কে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এই মুরাকাবার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার দ্বারা আমাদের নামাযে খুশু পয়দা হবে ইনশাআল্লাহ।

"একমাত্র খুশুওয়ালা ছাড়া বাকি সকলের কাছেই নামায ভারি। আর খুশুর অধিকারী ওই সমস্ত লোক, যারা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" -সূরা বাকারা ০২: ৪৫-৪৬

আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ফিকির বান্দার মধ্যে খুশু তৈরি করে। তাই নামাযের জন্য অপেক্ষা থাকাকালীন সময়কে 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে' অন্তরাত্মায় এই অনুভূতি সঞ্চার করে মুরাকাবা করব।

"স্মরণ কর, সেদিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না; তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে।" (সূরা কালাম ৬৮:৪২-৪৩)

এটি সঙ্গত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে, এবং যখন তোমার রব উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও, সেই দিন জাহান্নামকে আনা হবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করবে, তখন এই উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে? সে বলবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম?' সেই দিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না, এবং তাঁর বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ করতে পারবে না। হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা ফজর ৮৯:২১-৩০)

ইহতিসাব। আল্লাহর কাছে প্রতিদান কল্যান পাওয়ার আশা অন্তরে তৈরি করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ইহতিসাবের সাথে (অর্থাৎ সাওয়াবের আশা নিয়ে) রমযানের রোযা রাখবে, তার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” [সহীহ বুখারী: ৩৮; সহীহ মুসলিম: ৭৬০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "-صحيح البخاري: 37 صحيح مسلم: 759

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ইহতিসাবের সাথে (সাওয়াবের আশা নিয়ে) রমযানের কিয়াম করবে, তার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” [সহীহ বুখারী: ৩৭; সহীহ মুসলিম: ৭৫৯]

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " -صحيح البخاري: 1901

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ইহতিসাবের সাথে (সাওয়াবের আশা নিয়ে) লাইলাতুল কদরে কিয়াম করবে, তার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” [সহীহ বুখারী: ১৯০১]

ইহতিসাব অর্থ কি?

মুহাদ্দিসীনে কেরাম ইহতিসাব এর দুই ধরনের অর্থ করেছেন।

১। ইহতিসাবের প্রথম অর্থ আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াবের আশা করা।(seeking,expecting and hoping Allah's reward)

(২) ইহতিসাবের দ্বিতীয় অর্থ গঠনমুলক সমালোচনা করা বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করা।ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় ইহতিসাব হলো- অপরের কল্যান কামনায় ভূল-ত্রুটি দেখিয়ে দেওয়ার পারস্পরিক সংশোধন পদ্ধতিকে ইহতিসাব বলে।

ইহতিসাব হলো, সাওয়াবের আশা নিয়ে আমল করা। অর্থাৎ মনে অনুভূতি জাগ্রত থাকা। এমন নয় যে, সবাই করছে, তাই আমরাও করছি।

রমযানের প্রস্তুতির জন্য-

এক. তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

দুই. নামাযকে সুন্দর ও উন্নত করা।

তিন. কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।

চার (শাবানে) বেশি বেশি সিয়াম পালন করা

পাঁচ. ইহতিসাব

ছয়ঃ বেশি বেশি দোয়া করা ও তাওফীক কামনা করা

কোনো বিরাট কাজের জন্য আল্লাহ তাআলার বিরাট তাওফীকের বিষয় থাকে। আর তাওফীক দোয়ার মাধ্যমে চেয়ে নিতে হয়।

দোয়ার মাধ্যমে দুটি জিনিস অর্জিত হয়।

এক. বান্দার গাফেল অন্তর সজাগ হয়। আমরা লাগাতার কিছু চাচ্ছি কিন্তু তার জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করব না; এমনটি সাধারণত হয় না।

দুই. আল্লাহ তাআলার তাওফীক বেড়ে যায়; আর মূলত এ কারণেই বান্দার গাফলত দূর হতে থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে, "দোয়াই হলো ইবাদত।" -জামে তিরমিযী: ২৯৬৯

হাদীসে এসেছে, "দোয়া ইবাদতের সার।" অপর হাদীসে এসেছে, "দোয়াই ইবাদত।" -জামে তিরমিযী: ২৯৬৯; ৩৩৭১

সুতরাং আমরা যদি ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হই তাহলে দোয়ার মাধ্যমেই শুরু করা উচিত। তাহলে এই ইবাদতই অন্যান্য ইবাদতের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। দোয়া হলো, ইবাদতের চেইন তৈরি করার জন্য সবচেয়ে সহজ মাধ্যম।

সাতঃ নিজের সকল মন্দ আচরণ থেকে অপর মুসলিমকে হেফাযতে রাখার সংকল্প করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "রোযা হচ্ছে ঢাল। সুতরাং তোমাদের যে ব্যক্তি রোযা রাখবে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে, হৈচৈ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা মারামারি করতে চায়, সে যেন বলে, "আমি রোযাদার।" -সহীহ বুখারী: ১৯০৪

যেহেতু কথাটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন, তাই হুবহু এ কথাটি বলার মধ্যে আমাদের জন্য অনেক কল্যাণ থাকবে।রোযা অবস্থায় যেকোনো বিবাদের মাঝে এ কথাটি পানি ঢেলে দেয়ার মতো কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “তুমি যখন রোযা রাখ, তখন যথাসম্ভব নিজেকে হেফাযতে রাখ।” -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা: ৮৯৭০
হযরত মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি চায়, তার রোযা নিরাপদ থাকুক, সে যেন গীবত ও মিথ্যা থেকে বিরত থাকে।” -আয-যুহদ, হান্নাদ ইবনুস সারী: ২/৫৭২

০৮. গোস্বা সংবরণ, অপরকে ক্ষমা করা এবং জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলার অনুশীলন

ক্রোধ দমন করা এবং অপরকে ক্ষমা করে দেওয়া। এটা আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের সিফাত বলে বর্ণনা করেছেন।

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) –آل عمران: 133 134

মুত্তাকীদের গুরুত্বপূর্ণ দুটি গুণ হলো, গোস্বা হজম করা এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া। [সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১৩৩-১৩৪]

গোস্বা সংবরণের অনুশীলন ঘর থেকে শুরু করা। কিন্তু বাস্তবতায় যা দেখি তা হলো দ্বীনদারি সবার শেষে ঘরে আসে

হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. رواه الترمذي: 1162 وقال: حديث حسن صحيح.

“মুমিনদের মধ্যে ঈমানে সর্বাধিক পূর্ণ ওই ব্যক্তি যার আখলাক সবচেয়ে বেশি সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে শ্রেষ্ঠ।” -জামে তিরমিযী: ১১৬২

এটা একটা বিরাট বড় ঘোষণা। মানুষের দ্বীনদারি সর্বশেষ পর্যায়ে আসে তার ঘরে। তাই কেউ যদি ঘরে দ্বীনদার হয়ে যেতে পারে, তাহলে আমরা নিশ্চিত থাকব যে, সে বাইরেও দ্বীনদার হবে। যেভাবে আমাদের বসার ঘর সাজানো থাকে এভাবে মানুষের দ্বীনদারিটাও বেশিরভাগ ঘরের বাইরে আগে থাকে। ঘরের ভেতরে পরে আসে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِنْ عَلاَنِيَتِي وَاجْعَلْ عَلاَنِيَتِي صَالِحَةً. –رواه الترمذي: 3586

“হে আল্লাহ! আমার অন্তরের অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে উত্তম করে দিন এবং আমার বাহ্যিক অবস্থাও ঠিক করে দিন।” -জামে তিরমিযী: ৩৫৮৬
এখানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরের চেয়ে ভেতরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ ভেতরটা ভালো হলে তার প্রভাব বাইরে পড়বেই।

রোযায় দিনের শেষভাগে তাকওয়ার অন্যতম সিফাত ‘গোস্বা সংবরণ’ এর অনুশীলন শুরু হয়।
মোটকথা, মানুষ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পেছনে দুটি বড় কারণ সক্রিয় থাকে।
এক. শাহাওয়াত(নিজের ইচ্ছে মত চলা)। দুই. গোস্বা/রাগ। বিষয়টি ইমাম বায়যাবী রহিমাহুল্লাহও উল্লেখ করেছেন-
وقال البَيضاويُّ: ... أنَّ جَميعَ المَفاسِدِ التي تَعرِضُ للإنسانِ إنَّما هي مِن شَهوتِه ومِن غَضَبِه -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 3187 ط. دار الفكر)
মানুষের মাঝে যত সমস্যা তৈরি হয় এর পিছনে ক্রিয়াশীল মূল কারণ দুটি হয়ে থাকে। এক. শাহওয়াত তথা মন যা চায় তা করার প্রবণতা। দুই. গোস্বা। -মিরকাতুল মাফাতীহ: ৮/৩১৮৭ (দারুল ফিকর)

সুতরাং বলা যায়, শুধু শাহওয়াতকে দমন করার দ্বারাই রোযার মাহাত্ম্য অর্জিত হবে না, বরং শাহওয়াত দমনের পাশাপাশি গোস্বা সংবরণের প্রয়োজন রয়েছে। উভয় গুণের সম্মিলিত অনুশীলনের দ্বারা রোযার পূর্ণতা অর্জিত হবে। রোযার মাধ্যমে যখন কোনো ব্যক্তির শাহওয়াত দমিত হয়, তখন সে নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। আর যখন সে গোস্বা সংবরণ করে, তখন অন্যরা তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। এভাবে আমাদের ইবাদতগুলো হয় দামি। কারণ ইবাদতগুলোকে নষ্ট করার মতো উপাদান এখন আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে।
এ কারণেই হাদীস শরীফে এসেছে-
الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» (رواه البخاري: 1904).«
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “রোযা হচ্ছে ঢাল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে রোযা রাখবে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে, হৈচৈ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা মারামারি করতে চায়, সে যেন বলে, “আমি রোযাদার।” -সহীহ বুখারী: ১৯০৪
আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে এবং নফসকে খাহেশাত থেকে বাধা দেয়, নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা। - [সূরা নাযিআত, ৭৯:৪০-৪১]
রাগে শরীরে ’ফাইট অর ফ্লাইট’ (fight or flight) প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, যেখানে অ্যাড্রেনালিন ও কর্টিসল হরমোন নিঃসৃত হয়; এতে হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ ও শ্বাসের গতি বাড়ে, পেশী শক্ত হয়, শরীর গরম হয়ে ঘামতে থাকে এবং মনোযোগ তীব্র হয়, যা শরীরকে তাৎক্ষণিক বিপদের জন্য প্রস্তুত করে, তবে অতিরিক্ত রাগ দীর্ঘমেয়াদে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।

মুত্তাকীদের একটি বড় সিফাত হলো, তারা রাগ তথা গোস্বাকে সংবরণ করে। মূলত অসংখ্য গুনাহের মূল হলো গোস্বা।

(الغضب) গজব যেকোনো রাগ বা গোস্বাকে বলে।এটি একটি ব্যাপক শব্দ। কারো মন্দ বা অসমীচীন আচরণে রাগ হওয়াকে গজব বলে। গজব-সাধারণ রাগ বড়রা যেমন ছোটদের প্রতি করতে পারে, ছোটরাও বড়দের প্রতি করতে পারে।

(السخط) আর 'সাখাত' অর্থও গোস্বা। কিন্তু এটা শুধু বড়র পক্ষ থেকে ছোটর প্রতি হয়। যেমন আল্লাহ তাআলার বান্দার প্রতি কিংবা বাবা সন্তানের প্রতি গোস্বাকে 'সাখাত' বলা যাবে।

(الغيظ)কারো প্রতি গোস্বা করার পর যতক্ষণ তা কথা বা কাজ দিয়ে প্রকাশ না পাবে, ততক্ষণ তা গাইজ।

আর এটাকে ভেতরে গিলে ফেলা তথা সংবরণ করে ফেলার নামই হলো كظم الغيظ কাজমুল গাইজ। এটি মস্তবড় ইবাদত। এটি মুহসীনদের বৈশিষ্ট্য। যদি কারোর প্রতি গোস্বা করার পর প্রতিশোধ নেয়ার সক্ষমতা সত্ত্বেও গোস্বাকে সংবরণ করে নেওয়া হয়, তাকে কাজমুল গাইজ বলে। মন থেকে ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিক বা না দিক, উভয় অবস্থায়ই এটা উন্নত গুণ। এটা যে কেউ করতে পারে না। তাই এর পুরস্কারও অনেক বড়। নগদ কিছু পুরস্কার যেমন-

০১. তার মধ্যে মুত্তাকীদের একটি সিফাত অর্জিত হয়।

০২. এমন ব্যক্তি ইহসান ওয়ালা।

০৩. এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন।

এই তিনটা বিষয়ই কুরআনের এ আয়াতে রয়েছে- "আর নিজ রবের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীতুল্য। তা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তারা ঐসব লোক, যারা সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা নিজেদের ক্রোধ হজম করতে এবং মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আর আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদের ভালোবাসেন।" [সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১৩৩-১৩৪]

এক হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের গোস্বা প্রয়োগ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা সংবরণ করে; আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে ডাকবেন এবং তাকে তার ইচ্ছামত যেকোনো হুর নির্বাচন করে নেওয়ার সুযোগ দিবেন।" [জামে তিরমিযী: ২০২১]

(العفو) কাজমুল গাইজের পর যদি আবার ওই ব্যক্তিকে ক্ষমাও করে দেয়া হয়, যাতে সে আল্লাহর কাছে আটকে না যায়, তাহলে এর নাম আফব العفو এটি আরও বড় ইবাদত। এটি কাজমুল গাইজের চেয়েও আরও উঁচু স্তর। এটিও মুহসীনদের বৈশিষ্ট্য।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা নিয়ে আমি আমার জীবন কাটিয়ে দিব। বেশি কিছু দরকার নেই, নয়তো ভুলে যাব।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ((تَغضَبْ لا "তুমি গোস্বা করিও না।" -মুয়াত্তা মালেক: ২/৯০৫ আরো দেখুন, সহীহ বুখারী: ৬১১৬

একটু লক্ষ করি, কেউ মন্দ আচরণ করলে গোস্বা এসে যাওয়াটা সাধারণত একটি গায়রে ইখতিয়ারি বিষয়। আমাদের ইচ্ছার বাইরেই গোস্বা এসে যায়। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বললেন, (" (تَغضَبْ لاতুমি গোস্বা করিও না"- এ কথার কী উদ্দেশ্য হতে পারে? গোস্বা তো করতে হয় না, এমনিতেই এসে যায়।

ইবনে রজব রহিমাহুল্লাহ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

((تَغضَبْ لاকথাটির দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

এক. অর্থাৎ তুমি উত্তম আখলাকের দ্বারা এমনভাবে সমৃদ্ধ হও যে, মানুষ তোমার সাথে মন্দ আচরণ করার সুযোগই তৈরি না হয়। অর্থাৎ মানুষের সামনে তাওয়াজুর সাথে থাক, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে থাক, বদান্যতার সাথে থাক, নম্র আচরণ কর। কিংবা এমন উত্তম আখলাকের অধিকারী হও যে, কেউ মন্দ আচরণ করলেও তোমার মধ্যে গোস্বা তৈরি না হয়। অর্থাৎ ধৈর্য, সহ্য ক্ষমতা, পাশ কাটিয়ে যাওয়া, গোস্বা সংবরণ করা, ক্ষমা করে দেওয়া ইত্যাদি গুণের অধিকারী হও।

দুই. ((تَغضَبْ لاএর অর্থ হলো, গোস্বার কারণে যা করতে মন চাচ্ছে সেটা বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাক। -জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/৪০৪ (দারুস সালাম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কুস্তিতে প্রচুর ধরাশায়ী করতে পারে এমন ব্যক্তি মূলত শক্তিশালী নয়, বরং প্রকৃত শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি, যে গোস্বার সময় নিজের নফসকে কাবু (ধরাশায়ী) করতে পারে।" [সহীহ বুখারী: ৬১১৪; সহীহ মুসলিম: ২৬০৯]

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ঢোক গিলা সেটাই, যেটা বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গোস্বাকে গিলে থাকে।" -সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১৮৯

মানুষের জাহালাতপূর্ণ আচরণকে এড়িয়ে চলাঃ

মানুষকে তার স্ব স্ব স্থানে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামায় ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বরাতে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

রাসূলুল্লাহ সা আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন, "আমরা যেন মানুষকে তাদের নিজ নিজ অবস্থানে রাখি।"- [মুকাদ্দামাতু সহীহি মুসলিম]

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। আমরা কাউকে তার অবস্থানের চেয়ে বড় অবস্থান দিলে মূলত ওই ব্যক্তিকে ফিতনায় ফেলা হবে।

যেমন ধরি, অফিসের প্রধানের সাথে কোনো কর্মচারী যদি এমন আচরণ করে যা অফিসের নিরাপত্তা রক্ষীর সাথে করা হয়, তাহলে এর দ্বারা প্রধানকে অবমূল্যায়ন করা হবে। এমন আচরণকে বেয়াদবিমূলক আচরণ বলে। এটা জাহালাতপূর্ণ আচরণ। মূর্খতাসুলভ আচরণ।

আবার যদি কেউ নিরাপত্তা রক্ষীর সাথে প্রধানের মতো আচরণ করে, তাহলে এটা হবে রক্ষীর সাথে বিদ্রূপ। এর দ্বারাও মানুষকে ছোট করা হয়। তাই এটাও জাহালাতপূর্ণ আচরণ।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কথাটি লক্ষ করুন-

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ – سورة البقرة: 67

"এবং (স্মরণ কর), যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করতে আদেশ করেছেন।" তারা বলল, 'আপনি কি আমাদেরকে ঠাট্টার পাত্র বানাচ্ছেন?' তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে।" – সূরা বাকারা, ০২:৬৭

একজন পয়গম্বর আল্লাহর বিধান নিয়ে ঠাট্টা করতে পারে না। তাই তিনি বলছেন, এমন জাহালাতপূর্ণ আচরণ থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি।

"আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ করুন এবং অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চলুন।" [সূরা আরাফ, ০৭:১৯৯]

হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘর থেকে যখনই বের হয়েছেন তখনই আসমানের দিকে তাকিয়ে এই দোয়া পড়েছেন,

(“ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি (ঘরের বাইরে গিয়ে) নিজে নিজে বা কারো দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে অথবা নিজে নিজে বা কারো দ্বারা পদস্খলিত হওয়া থেকে। কিংবা কারও প্রতি জুলুম করা বা কারও দ্বারা জুলুমের স্বীকার হওয়া থেকে। অথবা কারো সাথে জাহালাতপূর্ণ আচরণ করা থেকে কিংবা কারো জাহালাতপূর্ণ আচরণের স্বীকার হওয়া থেকে।” [সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯৪]

হিলম ও হুলম

আরবীতে একটি শব্দ আছে হিলম অর্থাৎ সহ্য ক্ষমতা।

আরেকটি শব্দ ‘হুলম’ যার অর্থ আকল। মানুষের যখন ‘হুলম’ (আকল তথা বিবেক) পূর্ণতা পায় তখনই তার মধ্যে ‘হিলম’ তৈরি হয়। যার বিবেক যত পরিপূর্ণ, তার হিলম (ধৈর্য ক্ষমতা) তত বেশি। সুতরাং এমন ব্যক্তিরা মানুষের জাহালাতপূর্ণ আচরণে ক্ষুব্ধ হয় না। হিলমের অধিকারী ব্যক্তি ঝগড়া করার আগে তার বিবেক তার সাথে ঝগড়া করে। ফলে তারা অন্যের সাথে ঝগড়া করার সুযোগ পায় না।

মুত্তাকীদের গুরুত্বপূর্ণ একটি সিফাত হলো, তাদের যতটুকু আছে ততটুকু থেকেই কষ্ট করে হলেও তারা দান করে থাকে।

কুরআনে তাকওয়ার উপর সবচেয়ে সমৃদ্ধ আয়াত তিনটি। তিনটি আয়াতেই দান করার বিষয়টি বিশেষভাবে এসেছে-

প্রথম জায়গায়- “) ومما رزقناهم ينفقون যারা আমার দেওয়া রিযিক থেকে (চাই কম থাকুক বা বেশি) খরচ করে।”(বাকারা)

২য় জায়গায়- “) وآتى المال على حبه যারা সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সম্পদ দান করে।”)(বাকারাঃ১৭৭)

৩য় জায়গায়- “) الذين ينفقون في السراء والضراء যারা সচ্ছল অবস্থায় এবং অসচ্ছল অবস্থায় দান করে।(আলে ইমরানঃ১৩৪)

সাদাকা করার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালাঃ

এক. নিয়ত সহীহ হওয়া
দুই. হালাল অর্থ থেকে দান করা
তিন. দান করা উচিত পছন্দের জিনিস থেকে
চার. সাধ্য অনুযায়ী অল্প হলেও দান করা
পাঁচ. দান করতে হয় কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে
ছয়. ভারসাম্য রক্ষা করে দান করা
সাত. দান গোপনে করতে পারলেই বেশি ভালো
আট. প্রকৃত হকদারকে দান করা

দান করতে হয় নিজ দায়িত্বে অভাবীদেরকে খুঁজে খুঁজে।কুরআনে কারীমে কত চমৎকারভাবে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে-

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا.

তারা যেহেতু অতি সংযমী হওয়ার কারণে কারো কাছে সওয়াল করে না, তাই অনবগত লোকে তাদেরকে বিত্তবান মনে করে। তোমরা তাদের চেহারার আলামত দ্বারা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) চিনতে পারবে। -সূরা বাকারা : ২৭৩

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা ইরশাদ করেন-এক-দুই লোকমা খাবার বা এক-দুইটি খেজুরের জন্য যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ধরনা দেয়- অভাবী তো সে নয়; প্রকৃত অভাবী হল, যার অভাব আছে, কিন্তু তাকে দেখে তার অভাব আঁচ করা যায় না; যার ভিত্তিতে মানুষ তাকে দান করবে। আবার চক্ষুলজ্জায় সে মানুষের দুয়ারে হাতও পাততে পারে না। -সহীহ বুখারী: ১৪৭৯; সহীহ মুসলিম: ১০৩৯

নয়. নিকটবর্তী লোকদের দান করা
দশ. খোঁটা বা অন্য কোনোভাবে কষ্ট দিয়ে দান-অনুদান নষ্ট না করা।
এগার. দান করব স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বপ্রণোদিত হয়ে
বারো. দান করতে হয় নিজের প্রয়োজনে নিজ দায়িত্বে

কতটুকু সম্পদ দান করবে?

সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন-তারা কোন্ সম্পদ দান করবে? এ প্রশ্নটি উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন-

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘(আল্লাহর পথে) তারা কী খরচ করবে?’ বল, ‘যা উদ্বৃত্ত। এভাবে আল্লাহ তাঁর সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর। -সূরা বাকারা : ২১৯

কখন দান করবে

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের আমি যা দিয়েছি তা থেকে দান করো সেই দিন আসার আগে, যেদিন কোনো রকম বেচাকেনা, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। ’ (সুরা বাকারা : ২৫৪)

‘আমার ঈমানদার বান্দাহদের বলে দাও,তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে যেন খরচ করে,গোপনে অথবা প্রকাশ্যে, সেই দিন আসার আগেই যেদিন কোন কেনা বেচার সুযোগ থাকবে না, যেদিন কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে না। (ইবরাহীম ৩১)

সময় থাকতেই দান করতে হয়।

“একজন লোক এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দান সওয়াবের দিক থেকে বড়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি সুস্থ থাকো, সম্পদের প্রতি লোভ থাকে, তুমি দারিদ্রের ভয় করো এবং ধনী হওয়ার আশা রাখো, সেই সময়ের দান। সুতরাং তুমি দান করার জন্য মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেনা। তখন তো তুমি বলবে এই সম্পদ অমুকের জন্য, এই সম্পদ অমুকের জন্য, অথচ তখন তো সম্পদ অমুকের হয়েই গেছে।” (সহিহুল বুখারীঃ ১৩৩০)

‘আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় অনুতাপ অনুশোচনা করে বলতে হবে, হে ‘পরোয়ারদেগার, আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের জন্যে অবকাশ দিতে, তাহলে আমি দান খয়রাত করতাম এবং নেক লোকদের একজন হতাম। কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আসার পর আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকেফহাল।’
(মুনাফিকুন ১০ - ১১)

কোন সাদাকা সেরা?

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি প্রশ্ন করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সদকা সবার সেরা? রাসূলুল্লাহ সা উত্তর দিয়েছেন- جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

অর্থসম্পদ যার কম, যে অসচ্ছল, কষ্ট করে সে যা দান করে (সেটাই সর্বোত্তম সদকা)। আর তুমি তোমার অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করো। -সুনানে আবু দাউদঃ ১৬৭৯

এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সদকায় সবচেয়ে বেশি সওয়াব হবে? রাসূলুল্লাহ সা উত্তর দিয়েছেন-

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

যখন তুমি সুস্থ-সবল, তোমার উপার্জিত সম্পদ তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দিতে চাচ্ছ, অভাবে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তোমার রয়েছে, তুমি সচ্ছলতার স্বপ্নও দেখ-এমন পরিস্থিতিতে তুমি যে দান করবে (সেটাই তোমার জন্যে অধিক প্রতিদান বয়ে আনবে)। (দান-সদকার ক্ষেত্রে) তুমি এতটা বিলম্ব করো না যে, তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল আর তখন তুমি বলতে থাকলে-এটা অমুকের, এটা তমুকের। শোনো, এটা তো তখন অন্যদেরই হয়ে যায়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩২

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রা. থেকে বণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

মূসা ইবনু ইসমা'ঈল (রহঃ) ... হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকা করা উত্তম। যে ব্যাক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। ওহায়ব (রহঃ) আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-১৩৪৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

একটি দিনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি দাসমুক্তির জন্যে ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি কোনো মিসকীনকে সদকা করেছ, আরেকটি দিনার তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ। এসবের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিদান সেটাতেই পাওয়া যাবে, যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৯৫

Sisters' Forum In Islam